করজোড়ে ক্ষমা চাইছি

বনি আমিন

গত দু'হপ্তা আগে একজন লেখক হিসেবে কর্ণফুলীতে আমি আমার আসন্ন একটি লেখা ধারাবাহিক 'মধ্যরাতে সপ্ত-আসমান ভ্রমণ' সম্পর্কে ঘোষনা দিয়েছিলাম। গত ১৯৯৯ সনের জুন থেকেই আমার মগজে এরকম একটি লেখা সর্বদা ঘুরপাক খাচ্ছিল। 'মাথায় কত প্রশ্ন আসে, দিচ্ছেনা কেউ জবাব তার' এর মত অবস্থা হয়েছে আমার। তারো অ-নে-ক আগে ১৯৮১ সনে বাংলাদেশে আগত পৃথিবীর প্রথম মুসলিম* নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর ড: আবদুস সালামের সাথে সংক্ষিপ্ত এক সাক্ষাতে আমি একান্তে কয়েকটি সংবেদনশীল 'আসমানী প্রশ্ন' তাঁকে করেছিলাম। আধুনিক বিজ্ঞানের মহান গীতিকার ও সুরকার আইনেষ্টাইনের 'ঈমান-আকিদা' ও তার 'আবিষ্কারের ফসল' নিয়ে ড: সালামকে একটি বিব্রতকর প্রশ্ন আমি করেছিলাম তখন। ধুম্র কুন্ডলী পাকানো চা'য়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তিনি শুধু বলেছিলেন,'ইয়াংম্যান, আরো বড় হও তুমি, ঐসকল প্রশ্ন করার বয়স তোমার এখনো হয়নি'। কবে হবে ড: সালাম আমাকে তা বলেননি। সুনীল গাঙ্গুলীর কবিতার নায়ক তার 'মামা বাড়ীর মাঝি নাদের আলী' থেকে যেমন সান্তনা বাণী শুনেছিল, 'বড় হও দাদা ঠাকুর, তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো।' ঠিক তেমনি সুরে ড: সালাম আমাকে শুধু বলেছিলেন, 'আমিন, আরো পড়, আরো জানো। বদ্ধ ঘরের জানালার রন্দ্র দিয়ে মহান আসমানকে দেখা যায় না। আসমানী প্রশ্নের উত্তর শুনতে আসমান সমান হৃদয় লাগে'। সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিলাম আমি দীর্ঘদিন। আমার বড় হওয়া হয়নি আর, সেই আসমানী প্রশ্ন, সেই হ-য-ব-র-ল চিন্তার উত্তরগুলো, কেউ আজো আমাকে দেয়নি। তাই অগত্যা আমার লেখা 'মধ্যরাতে সপ্ত আসমান ভ্রমণ' গল্পের নায়ক রমিজকে দিয়েই জগৎকর্তার কাছে সে প্রশ্নগুলো সম্প্রতি আমি পাঠিয়েছি। রমিজের অনুসন্ধিৎসু প্রায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর জগৎকর্তা দিয়েছেন, কিন্তু রহস্যময় হাসিতে তিনি চেপে গেছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

চ:বি অডিটোরিয়ামে চা-চক্র বিরতীতে ড: আবদুস সালাম (বাঁমে) এবং ভি.সি মোহাম্মদ আলী (ডানে) এর মাঝে দু' দশক বয়সী আমি। *ছবি: মাধবী রায়*

লেখাটি শব্দের গাঁথুনিতে প্রস্তুত হয়ে এখন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মহাযাত্রার অপেক্ষায়। নানা দিক ভেবে থমকে আছি, আরো দুদণ্ড দম টেনে নিচ্ছি আমি লেখাটি হাতছাড়া করার আগে। কারণ ঘোষণার পর থেকেই দেশ-বিদেশে কর্ণফুলী'র বেশ কিছু গুণগ্রাহী ও বিদ্ধ পাঠকের কাছ থেকে ফোন ও ইমেইলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সম্বলিত নানারকম মন্তব্য পাচ্ছি। আমাকে কর্ণফুলী'র সম্পাদক এবং একই সাথে একজন লেখক হিসেবে গুলিয়ে ফেলেছেন কেউ কেউ। মা জননী আমাকে সরাসরি ওয়াছিয়ত করেছেন এ ধরনের লেখাতে হাত 'না' দেয়ার জন্যে। অনেকে বলছেন লিখলে যেন 'সতর্ক' হয়ে লিখি, কেউ বলছেন ছদ্মনামে লিখতে। অতি উৎসাহী কয়েকজন সমর্থক আমাকে

বলেছেন, 'চালিয়ে যান, আমরা আছি আপনার সাথে। ধর্মকে বর্ম করে যারা আজকাল সমাজে, দেশে এবং সর্বক্ষেত্রে অনাচার ও দুঃশাসন করে বেড়াচ্ছে এবং নির্বাচনের আগে যারা হিজাব নিয়ে কোটি জনতাকে ধোকা দিয়ে মক্কা-মদিনায় সহ বিভন্ন পীর-দরবেশের কাছে ছুটেন, তাদের বৃষোৎসর্গ করে ছাড়ুন।' উত্তেজনাহীন কণ্ঠে আমি শুধু তাদের বলেছি, 'আমার এ লেখা কারো ধর্মিয় বিশ্বাসের শেষকৃত্য বা বৃষোৎসর্গ করার জন্যে নয়। দীর্ঘদিন পুষে রাখা এলোমেলো হাওয়া মনের জিজ্ঞাসু কিছু কথা লিপিবদ্ধ করে আমি নেহায়েত আমার গুনগ্রাহী পাঠকদের সাথে ভাগীদার হতে চাইছি।'

আমার লেখার ভক্ত কিছু পাঠক বছর তিনেক আগে তসলিমাকে নিয়ে লেখা আমার একটি অতি সাধারণ লেখা বাংলাদেশের দৈনিক মানবজমিন, সাপ্তাহিক যায় যায় দিন ও ভারতের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকাতে হয়তবা দেখেছেন। গর্ব করা বা প্রশংসা কুড়ানোর মতো তেমন কোন সম্পর্ক তসলিমার সাথে আমার কখনো ছিলনা। তবে বন্ধু মুজাহিদের বদৌলতে তসলিমার সাথে একধরণের 'ইন্টিল্যাকচুয়েল' যোগাযোগ বেশ কয়েক বছর আগ পর্যন্ত আমার ছিল। এতদ সত্বেও আমার আসন্ন লেখাটি নিয়ে আমি ওর সাথে কোন আলোচনা করিনি। তবে বছর ক' আগে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আপ্রান চেষ্টায় একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থার সহযোগিতায় আমি লেখক সালমান রুশদীর সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হই। তার কাছে আমার মগজের কিলিবিলি বিষয়গুলো শব্দের গাঁথুনিতে প্রকাশ করবো বলে তার মন্তব্য কামনা করি। আমার লেখার সারাংশ ও বিষয়বস্তু অবগত হয়ে লিখিতভাবে তিনি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ সহ একটি সতর্কবাণী পাঠিয়েছিলেন। উপযুক্ত সময়ে আমার গল্পের নায়ক 'রমিজ' এর মাধ্যমে পাঠকের বরাবরে রুশদীর সেই বাণী আমি পেশ করবো বলে আশা করছি। ধারাবাহিক গল্পটি লিখতে গিয়ে প্রতিনিয়ত আমি সালমান রুশদী'র ব্যক্তিগত উপদেশ ও সতর্কবানীটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মনে রেখেছিলাম। আমার লেখাটি গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি এখন আমি বিশ্ব বাংলা-ভাষী পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম।

আমার লেখাতে হতদরিদ্র কারখানার একজন শ্রমিক মোহাম্মদ রমিজ উদ্দিন (রমিজ) ক্লান্ত দেহে প্রায় প্রতিরাতে যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বেঘোর হন, ঠিক তখনি মুহুর্তে তিনি চলে যান সপ্ত আসমানে। তার সাথে সেখানে দেখা হয় জগৎকর্তার (ইশ্বর =আল্লাহ=ভগবান)। মধ্যপ্রাচ্য বংশদ্ভুত হিব্রুভাষী মুসা নবীর মতো রমিজ জাগতিক বিষয়ে দোভাষীহীন বাংলাতে জগৎকর্তাকে অনেক প্রশ্ন করেন। বিভিন্ন রাতে জগৎকর্তা রমিজকে নিয়ে যান তার সৃষ্ট বেহেশত, দোজখ ও পুলসেরাত দেখানোর জন্যে। পুলসেরাতের গোড়ায় বিশাল একটি হোষ্টেলে শেষবিচারের অপেক্ষায়রত বাংলার কিছু আলোচিত রাজনৈতিক ও ধর্মিয় ব্যক্তিত্বদের সাথে রমিজকে তিনি পরিচয় করিয়ে দেন। সিরাজ উদদৌলা, শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান, মণি সিংহ, মীর জাফর আলীখান, চারু মজুমদার, শেরে বাংলা ফজলুল হক ও সূর্য সেন সহ ভূলোকে ইতিহাস সৃষ্ঠিকারী অনেকের সাথে একান্তে আলাপ করারও সুযোগ তিনি করে দেন রমিজকে। এমনি একরাতে রমিজ সপ্ত-আসমানে বেহেস্ত পরিদর্শণে আচানক সুনয়না ও ধবল ফকফকা এক হুরের প্রেমে পড়ে যান। ধরাধামে ফেরত আসতে চাননি, স্ত্রী রাবেয়ার কথা তিনি ক্ষুনাক্ষরেও তখন তোয়াক্কা করেননি। স্থায়ীভাবে রমিজের এখনো ফেরত আসার সময় হয়নি বলে জগৎকর্তা ঠেলে পাঠিয়ে দেন তাকে মর্তে আরো ক বছর কারখানায় চাকতি ঘুরাতে। প্রতি মাসে একবার করে আমার লেখাটি প্রকাশ হবে। আশাকরি বাস্তববাদী ও মুক্তমণা অগণিত পাঠকরা রমিজের সাথে সপ্ত-আসমান ভ্রমণটি উপভোগ করতে পারবেন।

আমি সকলের কাছে অনুরোধ করবো আমাকে কর্ণফুলী'র সম্পাদক হিসেবে নয় বরং আমার পৃথক লেখক সত্তাকেই পাঠক মহোদয়রা মূল্যায়ন করবেন। লেখাটিতে যদি অতি-ধর্মপ্রাণ কেউ বিন্দুমাত্র আঘাত পান, তার জন্যে কর্ণফুলীকে নয় বরং আমাকেই নিন্দা জানাবেন। করজোড়ে আমি বেকসুর ক্ষমা চাইবো যদি কল্পনাপ্রসুত আমার 'মধ্যরাতে সপ্ত-আসমান ভ্রমণ' লেখাটি কারো বিশ্বাসের মৌচাকে কখনো ঢিল ছুঁড়ে থাকে। ধন্যবাদ

বনি আমিন, সিডনী, ০২/১০/২০০৬